3

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04-DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

বেঁচে থাকতে চাই, ভালভাবে এবং সেটা জীবন সংগ্রামের মাঝ দিয়ে। আর হ্যাঁ, এই লড়াই শুরু হয়েছে জন্মের পর থেকেই। আধুনিক মানুষ হতে হলে শিক্ষা নেবার প্রয়োজন বাধ্যতামূলক। প্রথমে স্কুলে, তারপর স্কুল ডিঙ্গিয়ে কলেজে এবং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষে অবশ্যই চাকরি প্রয়োজন—যাদের ব্যবসা করবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব শেষ করে আমরাও চাকরি বাজারে নেমে পড়লাম। কিন্তু দৈনিক কাগজে চাকরির খোঁজ নিতে গিয়ে হতাশ। চাকরির বিজ্ঞাপন হয়েছে সত্য, কিন্তু সম্মান ছাড়া এমএ ডিগ্রী থাকার কারণে দরখাস্তই করতে পারছি না। অর্থাৎ বেশিরভাগ সরকারী সার্কুলারে চাকরিতে দরখাস্ত করার প্রাথমিক যোগ্যতা হিসাবে চাওয়া হয়েছে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। আবার দু'একটি সরকারী নিয়োগের সার্কুলারে পাস কোর্সের এমএ ডিগ্রীধারীদের দরখাস্ত করার সুযোগ করে দিলেও সার্কুলারে চাওয়া হচ্ছে পাস কোর্স এমএ ডিগ্রীধারীদের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। অথচ সম্মানসহ মাষ্টার্স ডিগ্রীধারীদের দ্বিতীয় শ্রেণী থাকলেই চলবে। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে সরকারী সার্কুলার, দুর্নীতি দমন অফিসার হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন শর্ত চাওয়া হয়েছে। সরকারের প্রতি তাই প্রশ্ন, মাষ্টার্স ডিগ্রীধারীদের বেলায় কেন এই বৈষম্য?

পাস কোর্সে পড়া মাষ্টার্স ডিগ্রীধারীদের কি জ্ঞান কম? নাকি এরা চাকরি করার মতো জ্ঞান রাখে না? নাকি সার্টিফিকেটটা ভৌতিকভাবে লাভ করে থাকে? বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানে ভর্তি হতে পারেনি কিংবা আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে সম্মান শ্রেণীতে পড়তে পারেনি এমন বহু মেধাবী ছাত্র পাস কোর্সে ডিগ্রী সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে এমএ-তে ১ম শ্রেণী পায়নি অথচ সম্মানধারী ছাত্রদের চেয়ে উপরে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু চাকরি ক্ষেত্রে সম্মান যেহেতু নেই, সেহেতু চাকরির জন্য দরখাস্তই করতে পারবে না। এমন নির্মম সরকারী নীতি পাস কোর্স স্নাতকোত্তরদের ক্ষেত্রে এখনও বহাল রয়েছে।

সরকারের প্রতি আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, পাস-কোর্স পড়া ডিগ্রীধারীদের যদি সরকারী বেশিরভাগ চাকরিতে স্থানই না দেয়া হয়, তবে লোক দেখানো পাস কোর্স রাখা কেন? আর পাস কোর্সে স্নাতক ডিগ্রী নেবার পর স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করাবারই বা প্রয়োজন কিসের। বন্ধ করে দেয়া হোক সম্মান ব্যতীত স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর স্তরটি। সবাই সম্মান পড়বে এবং সবাইকে পড়বার মতো সুযোগ করে দিতে হবে অবশ্যই।

আমাদের দেশে প্রতিবছর এইচএসসি পাস করছে কয়েক লাখ ছাত্র। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সসহ মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হতে পারছে নগণ্য একটি শ্রেণী। ভর্তির যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হতে না পেরে কলেজে পাস কোর্সে ভর্তি হচ্ছে বাধ্য হয়ে। অথচ আজ সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে (বিসিএস ব্যতীত) পাস কোর্স ডিগ্রীধারীদের দরখাস্ত করবার সুযোগই দেয়া হচ্ছে না। আমরা যারা পাস কোর্সে স্নাতকোত্তর পর্যায় শেষে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে লড়াই করছি, সরকারই তাতে বাধা হয়ে আছে। পাস কোর্সে পড়াশুনা শেষে চাকরি করবার ক্ষেত্রে পাস কোর্স ডিগ্রীধারীদের প্রতি সরকারের এ ধরনের বৈষম্যমূলক মনোভাব দেখে সরকারের প্রতি আমাদের প্রশ্ন, আমরা পাস কোর্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীরা কি করব? সরকারী ভাল চাকরির বদলে চুরি-ডাকাতি নাকি চাঁদাবাজি?

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ না করে সুযোগ করে দেয়া হোক দরখাস্ত করার। চাকরির ইন্টারভিউয়ে সম্মান স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।'

রফিকুল ইসলাম তালুকদার